গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০৩.২০-১৫৩ তারিখ: ১৫ আষাঢ় ১৪২৮
২৯ জুন ২০২১

বিষয়: সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ২১ জুন ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব-স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (নিকস ফন্টে হার্ড ও সফট কপি) ই-মেইলে (dstraco@rthd.gov.bd) আগামী ০৫/০৭/২০২১ তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে

২৯/৬/২০২১
(নীলিমা আফরোজ)
উপসচিব
☎৯৫৬০৯৬৬
E-mail: dstraco@rthd.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বিআরটিএ ভবন, চেয়ারম্যানবাড়ী, নতুন বিমানবন্দর সড়ক বনানী, ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল, প্রবাসী কল্যাণভবন, ঢাকা
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাস র‌্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, উত্তরা, ঢাকা
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
৯. যুগ্মসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ,
১০. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, টেকনিক্যাল সার্ভিস/মেকানিক্যাল/ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১১. উপসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১২. সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা/প্রধান কার্যালয়/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন
১৩. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৪. চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৫. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৬. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্রশাসন ও সংস্থাপন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৭. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৮. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৯. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

অনুলিপি: (সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য)

সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় শাখা

মে ২০২১ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ২১ জুন ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : সকাল: ১০.৩০ মিনিট
স্থান : অনলাইন (জুম এ্যাপস আইডি-৮৯৬ ৬৪৯৬ ৬৩৯৩)
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট - ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে অনলাইনে (জুম এ্যাপস) সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	**বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা** ১১ মার্চ'২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি।	১১ মার্চ'২১তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হল।	উপসচিব (সমন্বয়) ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা
২.	**অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:** **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার মে'২১ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি**		

দপ্তর/সংস্থার নাম	এপ্রিল'২১ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	মে'২১ মাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা			বিবেচ্যমাসে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা
				দন্ড	অব্যাহতি	মোট	
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৫	০০	০৫	০০	০০	০০	০৫
সওজ অধিদপ্তর	০১	০০	০১	০০	০০	০০	০১
বিআরটিএ	১৩	০০	১৩	০২	০০	০২	১১
বিআরটিসি	১৭	০৭	২৪	০২	০২	০৪	২০
ডিটিসিএ	-	-	-	-	-	-	-
মোট	৩৬	০৭	৪৩	০৪	০২	০৬	৩৭

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সহকারী সচিব (তদন্ত ও শৃঙ্খলা) জানান, এ বিভাগে ৫টি মামলা চলমান আছে, তন্মধ্যে ১টি মামলায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের জন্য সরকারি কর্মকমিশন থেকে চাহিত তথ্যাদি কমিশনের নির্ধারিত চেকলিস্ট অনুযায়ী প্রেরণ করা হয়েছে। ০২টি মামলার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। অপর ০২টি মামলার ১ম কারণ দর্শানোর জবাব পাওয়া গেছে। ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	(ক) এ বিভাগে চলমান ৫টি বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। (খ) তদন্ত কর্মকর্তাকে ২টি মামলার তদন্ত কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। (গ) ২টি মামলার ব্যক্তিগত শুনানী কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করেত হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ সহকারী সচিব (তদন্ত ও শৃঙ্খলা)/ সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তাগণ
	সওজ অধিদপ্তর: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর, জানান, চলমান ১টি মামলার অভিযুক্ত কর্মকর্তা জবাব দাখিল করেছেন। মামলার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবাবের প্রেক্ষিতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	বিআরটিএ: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, এপ্রিল'২১ মাস পর্যন্ত পেন্ডিং বিভাগীয় মামলা ছিল ১৩টি। মে'২১ মাসে কোনো মামলা রুজু না হওয়ায় এবং ০২টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ১১টি। ১১টি মামলার মধ্যে ২টি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে। ৩টি মামলার তদন্ত কার্যক্রম চলমান আছে। আদালতে ৩টি ও দুদকে ৩টি মামলা চলমান থাকায় বিভাগীয় মামলার আদেশ/সিদ্ধান্ত অপেক্ষমান রয়েছে। মামলার নিষ্পত্তি কার্যক্রম ত্বরান্বিত এবং তদন্তাধীন পর্যায়ের মামলার তদন্ত কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) বিধি-বিধান অনুযায়ী মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (খ) তদন্তাধীন মামলার তদন্ত কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন ..রী
	বিআরটিসি: বিআরটিসি'র অনিষ্পন্ন মামলার পূর্ববর্তী জের ১৭টি। মে'২১ মাসে ০৭টি মামলা রুজু এবং ০৪টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ২০টি। ২০টি মামলার মধ্যে চলতি মাসে ৩টি মামলার আদেশ হয়ে গেছে। ২টি মামলার শুনানী শেষ হয়েছে। ৯টি মামলা তদন্তাধীন পর্যায়ে রয়েছে এবং ১টি মামলা পুন:তদন্ত পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া, দুদকের সাথে ১টি মামলার সম্পৃক্ততা রয়েছে। মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	বিআরটিসিতে অনিষ্পন্ন ২০টি মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
৩.	**আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা** **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার মে'২১ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:**		

অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম	গত মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	বিবেচ্যমাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	মামলার ফলাফল		মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা
					সংস্থার পক্ষে	বিপক্ষে	
সওজ	৩২২৩	১২	৩২৩৫	০৪	০২	০২	৩২৩১
বিআরটিএ	২৬৯	০০	২৬৯	০০	০০	০০	২৬৯
বিআরটিসি	৮৩	০৯	৯২	০০	০০	০০	৯২
ডিটিসিএ	০৩	০১	০৪	০০	০০	০০	০৪
মোট	৩৫৭৮	২২	৩৬০০	০৪	০২	০২	৩৫৯৬

	যুগ্মসচিব (আইন) জানান, আদালতে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিয়ে প্যানেল আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। এপ্রিল'২১ মাস পর্যন্ত কনটেম্পট মামলার সংখ্যা ছিল ৭০টি। মে'২১ মাসে কোনো মামলা রুজু বা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমান কনটেম্পট মামলার সংখ্যা ৭০টি। মামলা নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার জন্য নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে এপ্রিল'২১ মাসে ১ম শ্রেণির মামলা ছিল ১৬টি। মে'২১ মাসে কোনো মামলা রুজু বা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ১৬টি (সওজ এর ১২টি এবং বিআরটিএ এর ০৪টি)। এছাড়া, এপ্রিল'২১ মাসে ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণির মামলার সংখ্যা ছিল ১৭টি। মে'২১ মাসে কোনো মামলা রুজু বা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ১৭টি। তন্মধ্যে সওজ এর ১২টি এবং বিআরটিএ'র ০৫টি।	(ক) অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিষ্পত্তির বিষয়ে প্যানেল আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) কনটেম্পট মামলাগুলো গুরুত্ব ও সতর্কতার সাথে দেখতে হবে এবং নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (গ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান মামলা তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে৷	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (আইন)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল) সওজ/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
	সওজ অধিদপ্তর: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান-মামলাগুলো নিষ্পত্তিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নিয়মিত মনিটর করা হচ্ছে। এপ্রিল'২১ পর্যন্ত সওজ অধিদপ্তরে মোট ৩২২৩টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। মে'২১ মাসে ১২টি মামলা রুজু এবং ০৪টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৩২৩১টি। সরকারের বিপক্ষে রায় হওয়া মামলায় আপিল করার জন্য সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। আপীল হওয়া মামলায় যথাসময়ে পদক্ষেপ গ্রহণ যথাযথভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া, ৩২৩১টি মামলার মধ্যে ১ বছর, ২ বছর ও ৩ বছরের উর্ধ্বে কতগুলো মামলা রয়েছে তার তালিকা করে দীর্ঘ পেন্ডিং মামলার বিষয়ে বিশেষ নজর এবং নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলী ও সওজ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) মামলাসমূহ নিষ্পত্তির কার্যকর উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) সরকারের বিপক্ষে রায় হওয়া ২টি মামলায় যথাসময়ে আপীল দায়ের এবং যথাযথভাবে পদক্ষেপ গ্রহণসহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। (গ) ৩২৩১টি মামলার মধ্যে ১ বছর, ২ বছর ও ৩ বছরের উর্ধ্বে কতগুলো মামলা রয়েছে তার তালিকা করে সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ যুগ্মসচিব (আইন)/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সকল জোন)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল সার্কেল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল সড়ক বিভাগ)
	বিআরটিএ : চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিজ্ঞ আদালতে এপ্রিল'২১ পর্যন্ত মোট ২৬৯টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। মে'২১ মাসে কোনো মামলা নিষ্পত্তি বা রুজু না হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মোট মামলার সংখ্যা ২৬৯টি। মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান আছে। দীর্ঘ পেন্ডিং রিট মামলাগুলো নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিআরটিএ'র আইন উপদেষ্টা/আইনজীবীদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে আদালতের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে। মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং দীর্ঘ পেন্ডিং মামলাগুলোর প্রতি বিশেষ নজর দেয়ার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং দীর্ঘ পেন্ডিং মামলাগুলোর প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (আইন)
	বিআরটিসি : চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, এপ্রিল'২১ মাস পর্যন্ত বিআরটিসি'র অনিষ্পন্ন মামলা ছিল ৮৩টি। মে'২১ মাসে ০৯টি মামলা রুজু হওয়ায় এবং কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৯২টি। মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	৯২টি মামলার নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (আইন)

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ডিটিসিএ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন মামলা ০৪টি। তন্মধ্যে ১টি কনটেম্পট, ২টি রীট ও ১টি লিভ টু আপীল মামলা। মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।	মামলা নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ যুগ্মসচিব (আইন)

৪. <u>অডিট আপত্তির বিবরণী:</u>

বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত			
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০২	-	০১	০১	-	০২	-	০২
সওজ অধিদপ্তর	৭,৪১৪	১১৩২	৫,৬৭২	৬১০	-	৭,৪১৪	১২	৭,৪০২
বিআরটিসি	১১৯১	১৬৪	৯৩৬	৯১	-	১১৯১	-	১১৯১
বিআরটিএ	২৮০	৪৬	২৩৪	-	-	২৮০	-	২৮০
ডিটিসিএ	১৭	০৭	১০	-	-	১৭	-	১৭
ডিএমটিসিএল	১০	০২	০৮	-	-	১০	-	১০
মোট	৮,৯১৪	১,৩৫১	৬,৮৬১	৭০২	-	৮,৯১৪	১২	৮,৯০২

অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) জানান যে, এপ্রিল'২১ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ৮,৯১৪টি। মে'২১ মাসে কোনো অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত হয়নি এবং ১২টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ৮,৯০২টি।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) জানান- (ক) এ বিভাগে দীর্ঘ পেন্ডিং ২টি অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি রয়েছে। তন্মধ্যে ১টি (খসড়া) প্রাধিকার বহির্ভূত গাড়ি ব্যবহার ও ১টি (অগ্রিম) যানবাহনে গ্যাস ও জ্বালানী তেল বাবদ খরচের হিসাব সংক্রান্ত লগবই না পাওয়া। খসড়া আপত্তিটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর হতে পিএ কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে। অগ্রিম আপত্তিটির ওপর ইতোপূর্বে ১টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ত্রি-পক্ষীয় সভায় নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হলেও তা করা হয়নি। পুনরায় ত্রি-পক্ষীয় সভা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে।	(ক) এ বিভাগের ১টি অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করে পুনরায় ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
(খ) সওজ অধিদপ্তরের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা জানান, সওজ অধিদপ্তরে মে'২১ পর্যন্ত ৭৪১৪টি অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন ছিল। মে' মাসে ১২টি আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ায় অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা ৭৪০২টি। ত্রি-পক্ষীয় সভার প্রস্তুতি রয়েছে কিন্তু কোভিড-১৯ এর কারণে বিগত ২ মাসে কোনো সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। সভাপতি সওজ'র বিপুল সংখ্যাক (৭৪০২টি) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ প্রদান করেন। বিশেষ করে অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে অধিক নজর দেয়া প্রয়োজন। সড়ক বিভাগ ও জোন ভিত্তিক কতগুলো আপত্তি রয়েছে তার তালিকা করে অগ্রাধিকার বিবেচনায় নিয়ে অডিট অধিদপ্তরের প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সভা করার জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলীকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(খ) (১) বিপুল সংখ্যক অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (খ) (২) সড়ক বিভাগ ও জোন ভিত্তিক কতগুলো অডিট আপত্তি রয়েছে তার তালিকা করে অগ্রাধিকার বিবেচনায় নিয়ে অডিট অধিদপ্তরের প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সভা করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
(গ) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান বিআরটিসি'র অডিট আপত্তির সংখ্যা ১১৯১টি। ইতোমধ্যে ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবানের জন্য সোনাপুর বাস ডিপোর ১১টি অগ্রিম অডিট আপত্তির কার্যপত্র ০৪/০৩/২০২১ তারিখে এবং গাবতলী বাস ডিপোর ১৫টি অগ্রিম অডিট আপত্তি কার্যপত্র ২৩/০৫/২০২১ তারিখে এবং ৯১টি ব্রডশীট জবাব বিভিন্ন সময়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আরো জানান ২০১৭ থেকে ২০২০ পর্যন্ত বিআরটিসির প্রায় ১৭৫ কোটি টাকার অডিট আপত্তি রয়েছে। এগুলো যাচাই বাচাই করা হচ্ছে। ভাল করে যাচাই বাছাই করে বাস্তব সংখ্যা নির্ধারণ ও নিষ্পত্তির বিষয়ে করণীয় নিয়ে সংস্থা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে সভা করার জন্য সভাপতি মহোদয় চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে পরামর্শ প্রদান করনে।	(গ) (১) সংস্থা হতে প্রাপ্ত কার্যপত্রের আলোকে ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের উদ্যোগ নিতে হবে। (গ) (২) বিআরটিসি'র অডিট আপত্তিসমূহ ভাল করে যাচাই বাছাই করে বাস্তব সংখ্যা নির্ধারণ ও নিষ্পত্তির লক্ষ্যে করণীয় বিষয়ে সংস্থা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে সভা করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
(ঘ) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান ১৭টি অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে। তন্মধ্যে DUTP প্রকল্পের ৮টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ০৩/০২/২০২১ তারিখ ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কার্যবিবরণী স্বাক্ষরপূর্বক শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ঘ) কার্যবিবরণীর কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
(ঙ) প্রকল্প পরিচালক (লাইন-৬), ডিএমটিসিএল জানান, ১০টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ বিবেচনায় সভা আয়োজনের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়নি।	(ঙ) ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবানের উদ্যোগ নিতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমটিসিএল)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td>৫.</td><td colspan="2"><u>গেনশন কেইস:</u>
<table>
<tr><th colspan="2">সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা</th><th>বিগত মাস হতে আগত</th><th>বিবেচ্যমাসে আগত</th><th>মোট</th><th>বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তি</th><th>অবশিষ্ট অনিষ্পন্ন</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td>১</td><td>-</td><td>১</td><td>-</td><td>১</td><td>দীর্ঘ পেন্ডিং</td></tr>
<tr><td>২০</td><td>-</td><td>২০</td><td>১</td><td>১৯</td><td>সাময়িক পেন্ডিং</td></tr>
<tr><td rowspan="2">সওজ অধিদপ্তর</td><td>১ম - ৯ম গ্রেড</td><td>১৭</td><td>১</td><td>১৮</td><td>১</td><td>১৭</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>১০ম - ২০তম গ্রেড</td><td>.</td><td>৯</td><td>৯</td><td>৯</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">বিআরটিসি</td><td>২৩৪</td><td>৯</td><td>২৪৩</td><td>-</td><td>২৪৩</td><td>গ্র্যাচুইটি</td></tr>
<tr><td colspan="2">বিআরটিএ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">ডিটিসিএ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">মোট</td><td>২৭২</td><td>১৯</td><td>২৯১</td><td>১১</td><td>২৮০</td><td></td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>ক.সওজ:
(১) উপসচিব (সওজ গেজেটেড ও সংস্থাপন শাখা) জানান, দীর্ঘ পেন্ডিং ১টি পেনশন কেইসের প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে। অডিট আপত্তির বিষয়ে প্রতিবেদন চেয়ে অডিট শাখায় পত্র দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান- জনাব খালেকুজ্জামান এর কর্মকালীন অডিট আপত্তিসমূহ অনুসন্ধান করে দেখা যায় যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা'র অনুকূলে ৯টি আপত্তি বিদ্যমান রয়েছে। তন্মধ্যে ৩টি খসড়া আপত্তি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত। ১টি আপত্তি ত্রি-পক্ষীয় সভায় নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। পরিবহন অডিট অধিদপ্তর (প্রাক্তন পূর্ত অডিট অধিদপ্তর) এর চাহিদা মোতাবেক পুনঃজবাব প্রেরণের জন্য সওজ অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি। সওজ অধিদপ্তর হতে দ্রুত জবাব প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।

(২) উপসচিব (সওজ গেজেটেড ও সংস্থাপন শাখা) জানান, সওজ অধিদপ্তরের এপ্রিল'২১ মাস পর্যন্ত ২০টি পেনশন কেইস অনিষ্পন্ন ছিল। মে'২১ মাসে ১টি পেনশন কেইস নিষ্পন্ন এবং কোনো পেনশন কেইস না আসায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন পেনশন কেইসের সংখ্যা ১৯টি। উক্ত ১৯টি পেনশন কেইস নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত আছে। অধিকাংশ পেনশন কেইসই অডিট আপত্তির কারণে অনিষ্পন্ন রয়েছে। অডিট আপত্তির বিষয়ে এ বিভাগে অডিট শাখা হতে প্রতিবেদন পেলেই নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তিনি আরো জানান, অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) এর নেতৃত্বে সরকারি কর্মচারীগণের পেনশন সহজীকরণ আদেশ, ২০২০ অনুসারে ব্যক্তিগত দায় নিরুপন সংক্রান্ত একটি কমিটি রয়েছে। উক্ত কমিটি অডিট আপত্তির বিষয়গুলো ভালভাবে পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন প্রদান করে থাকে। এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) জানান, কমিটির ৪র্থ সভা গত ০৩/০৬/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় ২ জন কর্মকর্তার অডিট আপত্তি পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে।</td><td>(১) জনাব খালেকুজ্জামান এর অডিট আপত্তির বিষয়ে চাহিত তথ্যাদি সওজ অধিদপ্তর হতে দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(২) (ক) সাময়িক পেন্ডিং ১৯টি পেনশন কেইসের নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

(২) (খ) অডিট আপত্তির ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীগণের পেনশন সহজীকরণ আদেশ, ২০২০ অনুসারে ব্যক্তিগত দায় নিরুপন করে রিপোর্ট প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব)/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)/ সি:স: সচিব (অডিট)</td></tr>
<tr><td></td><td>খ. বিআরটিসি:
চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে।</td><td>ধারাবাহিকতা ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রতিমাসে গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/সহকারী সচিব (বিআরটিসি)</td></tr>
<tr><td></td><td>গ. বিআরটিএ:
চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, পেনশন কেইস যথাসময়ে নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। মে'২১ মাসে পেনশন কেইস নিষ্পত্তির কোনো আবেদন পাওয়া যায়নি। বর্তমানে কোনো পেনশন কেইস পেন্ডিং নেই।</td><td>নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>চেয়ারম্যান, বিআরটিএ</td></tr>
<tr><td>৬.</td><td><u>আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন:</u>
ক. সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত:
অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) জানান, "সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮"-এর আওতায় প্রণীতব্য সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২১ এর খসড়া চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী সংযোজন/বিয়োজনপূর্বক বিধিমালাটি মূল কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাইয়ের পর ০৬/০৪/২০২১ তারিখে ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। উক্ত বিভাগের query অনুযায়ী তথ্যাদি সরবরাহ করা হচ্ছে।</td><td>ভেটিং-এর বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (আইন)/ সহকারী সচিব (বিআরটিএ)</td></tr>
</table>

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	খ. সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন - ২০১৩ এর আওতায় বিধিমালা ২০২০ প্রণয়ন: অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জানান, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন-২০১৩ এর আওতায় প্রণীতব্য বিধিমালা বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধনপূর্বক খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। তারিখ নির্ধারণপূর্বক সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভা আহবানের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন-২০১৩ এর আওতায় প্রণীতব্য সংশোধিত বিধিমালা চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে সভার তারিখ নির্ধারণ করতে হবে।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (স.র.ত.ব)/ উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ)
৭.	**বৃক্ষরোপন :** (ক) বৃক্ষরোপনের বিষয়ে সভাপতি অবহিত করেন বৃক্ষরোপনের মৌসুম শুরু হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বৃক্ষরোপন সপ্তাহের উদ্বোধন করেছেন। বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্কেপিং নীতিমালা ২০২০ এর আলোকে পরিকল্পিত উপায়ে বৃক্ষরোপন করার জন্য প্রতিটি জোনের জোন প্রধান এবং প্রধান বৃক্ষপালনবিদকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজকে সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়। (খ) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ জানান, ৬৫টি সড়ক বিভাগে রোপিত গাছের পরিচর্যা ও পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। পরিদর্শন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হচ্ছে। পরিদর্শনের বিষয়ে সভাপতি জানতে চাইলে নির্বাহী বৃক্ষপালনবিদ জানান, পরিদর্শন স্থলে সরেজমিনে উপস্থিত হয়ে slow moving-এ গাড়ি চালিয়ে গাড়িতে বসে গাছের সংখ্যা হিসাব করা হয়। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন যে, চলমান গাড়িতে বসে মৃত ও জীবিত গাছের সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়না। তাই গাড়ি থেকে নেমে গাছ পরিদর্শন এবং মৃত ও জীবিত গাছের সঠিক সংখ্যা নির্ধারণের জন্য প্রধান বৃক্ষপালনবিদসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া, মৃত বৃক্ষের স্থলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বৃক্ষরোপন সম্পন্ন করার জন্য ঠিকাদারকে নির্দেশনা দেয়ার বিষয়ে বৃক্ষপালনবিদকে পরামর্শ দেয়া হয়।	(ক) বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্কেপিং নীতিমালা ২০২০ এর আলোকে পরিকল্পিত উপায়ে বৃক্ষরোপন করার জন্য প্রতিটি জোনের জোন প্রধান এবং প্রধান বৃক্ষপালনবিদকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। (খ) (১) ৬৫টি সড়ক বিভাগে রোপিত গাছের পরিচর্যা ও পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) (২) পরিদর্শন স্থলে স্ব শরীরে উপস্থিত হয়ে পরিদর্শন এবং মৃত ও জীবিত গাছের সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে। (খ) (৩) মৃত ও নষ্ট হয়ে যাওয়া বৃক্ষের স্থলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বৃক্ষরোপন সম্পন্ন করার জন্য ঠিকাদারকে নির্দেশনা দিতে হবে। (খ) (৩) বৃক্ষপরিদর্শন ও বৃক্ষরোপনসহ সার্বিক বিষয় প্রধানবৃক্ষপালনবিদ মনিটরিং করবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
৮.	**অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:** (ক) সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, জেলা পরিষদ, স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে হস্তান্তরকৃত এবং সওজ এর অধিগ্রহণকৃত ভূমির রেকর্ড বা নামজারি সংক্রান্ত তথ্য সওজ অধিদপ্তর হতে পাওয়া গিয়েছে। তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় এলএ কেইসের মোট ৪,৪৪০টির মধ্যে ১,৭২৫টি নামজারি হয়েছে। হস্তান্তরিত ভূমির ২৩২টির মধ্যে ২৫টির নামজারি হয়েছে যা তুলনামূলক কম। নামজারির বিষয়ে কোনো সমস্যা রয়েছে কিনা সভাপতি জানতে চাইলে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা জানান যে, জেলা পরিষদ, স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে বিভিন্ন সময়ে ভূমি সওজের নামে হস্তান্তরিত হয়েছে। হস্তান্তরিত এসব ভূমি একাধিক মৌজা ও একাধিক থানার আওতাভুক্ত হওয়ায় অনেক সময় কাগজপত্র সংগ্রহ ও মিউটেশনে বিলম্ব হয়। এছাড়া, এলএ কেইসের মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে দেখা যায় সংশ্লিষ্ট অফিসে এলএ কেইসের সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। আবার নতুন জেলা হওয়ায় নতুন অথবা পুরাতন কোনো জেলাতে তথ্য পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে বিকল্প পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। এধরণের দীর্ঘ পেন্ডিং বিষয়গুলো বাছাই করে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের অবহিত করা এবং প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়ের নজরে আনার জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলী, সওজ কে পরামর্শ প্রদান করেন। (খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সওজ সম্পত্তি রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক প্রচার-প্রচারণা, বিজ্ঞপ্তি, নোটিশ জারি অব্যাহত আছে। বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য এষ্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় এর অধিক্ষেত্র জোনসমূহকে তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। (গ) যে সকল মহাসড়ক/সেতু অবৈধ স্থাপনার কারণে ক্ষতি সাধন বা ক্ষতি সাধনের সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলো চিহ্নিতপূর্বক ক্ষতিপূরণ দাবি করে সংশ্লিষ্টদের আইনী প্রক্রিয়ার আওতায় আনার জন্য সকল সড়ক বিভাগকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ ব্রীজের নির্দিষ্ট দূরত্বে সতর্কতামূলক বিজ্ঞপ্তি/নোটিশ সংক্রান্ত সাইনবোর্ড স্থাপন করার জন্য সকল সড়ক বিভাগকে পত্র মারফত অবহিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে সভাপতি অবহিত করেন সকল জায়গায় ঝুঁকিপূর্ণ ব্রীজের কাছে সতর্কতামূলক বিজ্ঞপ্তি/নোটিশ দেখা যায়না। এছাড়া, অনেক মহাসড়কের সাইন সিগনাল নেই ফলে যাত্রা পথে অনেক বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে বিশেষ পরিকল্পনা	(ক) (১) জেলা পরিষদ, স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে হস্তান্তরকৃত এবং সওজ এর অধিগ্রহণকৃত ভূমির রেকর্ড বা নামজারির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) ভূমির রেকর্ড বা নামজারির দীর্ঘ পেন্ডিং বিষয়গুলো বাছাই করে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের অবহিত অথবা প্রয়োজনে মন্ত্রণালকে অবহিত করতে হবে। (খ) আইন ও নীতিমালার আলোকে সওজ'র সম্পত্তি রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক প্রচার-প্রচারণা, বিজ্ঞপ্তি, নোটিশ ইত্যাদি অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) (১) অবৈধ স্থাপনার কারণে মহাসড়ক/সেতুর ক্ষতি সাধন বা ক্ষতি সাধনের সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলো চিহ্নিতকরণপূর্বক ক্ষতিপূরণ দাবি করে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনী প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট), উপসচিব (সম্পত্তি)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	গ্রহণসহ সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।	(গ) (২) ঝুঁকিপূর্ণ ব্রীজের নির্দিষ্ট দূরত্বে সতর্কতামূলক বিজ্ঞপ্তি/ নোটিশ সংক্রান্ত সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে। (গ) (৩) মহাসড়কে সাইন সিগনাল স্থাপনের বিষয়ে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণসহ সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল) /নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(ঘ) যুগ্মসচিব (আইন) জানান, ওভার লোডের ফলে বেইলী ব্রীজের ক্ষতি সাধন ও ভেঙ্গে যাওয়ায় শেরপুর সড়ক বিভাগে ২টি, সুনামগঞ্জ সড়ক বিভাগে ৫টি, পিরোজপুর সড়ক বিভাগে ৩টি, ভোলা সড়ক বিভাগে ১টি, খাগড়াছড়ি সড়ক বিভাগে ২টি, নীলফামারী সড়ক বিভাগে ১টি, দিনাজপুর সড়ক বিভাগে ১টি, মাগুড়া সড়ক বিভাগে ১টি, বগুড়া সড়ক বিভাগে ১টি, টাঙ্গাইল সড়ক বিভাগে ১টি, লক্ষীপুর সড়ক বিভাগে ১টি, কিশোরগঞ্জ সড়ক বিভাগে ১টি, মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগে ৪টি ও রাঙ্গামাটি সড়ক বিভাগে ১টি মামলাসহ মোট ২৫টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলাগুলো সঠিকভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে তদারকি করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ঘ) মামলাগুলো সঠিকভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে তদারকি করতে হবে।	
	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়: (ক) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান- কোভিড-১৯ বিবেচনায় এপ্রিল ও মে ২০২১ মাসে কোনো উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়নি। শীঘ্রই উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে ঢাকা জোনের সাথে সভা করা হয়েছে। উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। (খ) উদ্ধারকৃত জায়গা যথাযথভাবে সংরক্ষণের বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী জানান, গাছ রোপন, বেস্টনী, সওজ'র যন্ত্রপাতি ও মালামাল রেখে উদ্ধারকৃত জায়গা দখলে রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগকে নির্দেশনা দেয়া আছে। অনেক সড়ক বিভাগের পক্ষ থেকে বেস্টনীসহ বিভিন্ন ভাবে উদ্ধাকৃত জায়গা দখলে রাখা হয়েছে। এ কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ রাখা আছে। সংশিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীদের চাহিদার প্রেক্ষিতে অর্থ দেয়া হয়ে থাকে। এ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	(১) উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। (২) উদ্ধারকৃত জায়গা যথযথভাবে সংরক্ষণের জন্য সতর্কতামূলক সাইন বোর্ড, গাছ রোপন, বেস্টনী, সওজ'র যন্ত্রপাতি ও মালামাল রেখে উদ্ধারকৃত জায়গা দখলে রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের পক্ষ হতে ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	ঢাকা জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, ঢাকা জোনের এস্টেট ও আইন কর্মকর্তার নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গত ২৭/০৫/২০২১ ও ০৩/০৬/২০২১ তারিখ নীলফামারী সড়ক বিভাগাধীন সৈয়দপুর- নীলফামারী মহাসড়ক, বীরগঞ্জ-খানমসামা-দারোয়ানী সড়ক ও সৈয়দপুর বাইপাস (এন-৫) সড়কের বিভিন্ন কিলোমিটার সড়কের উভয় পার্শ্বে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ৯৪০টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ/অপসারণ করা হয়। এতে প্রায় ২১.৪৩ একর ভূমি অবৈধ দখল হতে মুক্ত হয়। উক্ত ভূমির আনুমানিক বাজার মূল্য ২১.৩৭ (একুশ কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষ) কোটি টাকা।	অধিভুক্ত এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ / অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন
	খুলনা জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, খুলনা জোনের এস্টেট ও আইন কর্মকর্তার নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গত ০৪/০৫/২০২১ তারিখ যশোর সড়ক বিভাগাধীন ঝিকরগাছা উপজেলার কপোতাক্ষ নদের উপর সেতু পুনঃনির্মাণের লক্ষ্যে সড়কের ২ (দুই) পার্শ্বে সওজ কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত জায়গায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা পাকা/আধাপাকা প্রায় ১০ টি স্থাপনা অপসারণ করা হয়। এতে প্রায় ০.১২৯ একর জমি উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৩,৭৮,০০,০০০ (তিন কোটি আটাত্তর লক্ষ) টাকা। অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা
	চট্টগ্রাম জোন: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম জানান, কোভিড-১৯ বিবেচনায় এপ্রিল ও মে ২০২১ মাসে কোনো উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়নি। কিন্তু উচ্ছেদের বিষয়টি প্রচার করা হলে অনেকেই নিজ থেকে অবৈধ স্থাপনা সরিয়ে নিয়েছে। নির্বাহী প্রকৌশলীদের কাছ থেকে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করা হচ্ছে। শীঘ্রই অবৈধ উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হবে।	অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং উদ্ধারকৃত জায়গা দখলে রাখতে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীকে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ঢাকার প্রবেশ এবং বাহির পথসহ সারাদেশে সওজ এর জায়গায় স্থাপিত অবৈধ বিলবোর্ড/ব্যানার/ ফেস্টুন অপসারণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন কর্তৃক মে'২১ মাসে ১৯ টি বিলবোর্ড/সাইন বোর্ড অপসারণ করা হয়েছে। কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	ঢাকার প্রবেশ এবং বাহির পথসহ সারাদেশে সওজ এর জায়গায় স্থাপিত অবৈধ বিলবোর্ড/ব্যানার/ ফেস্টুন উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
৯.	**বিআরটিএ মোবাইলকোর্ট পরিচালনা:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, জানান- (ক) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতি মাসের ০৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে। মে'২১ মাসে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ১০৯৭টি মামলা দায়ের করা হয়। এতে ১২,৮০,৪৫০/- (বার লক্ষ আশি হাজার চারশত পঞ্চাশ টাকা) জরিমানা আদায়সহ ৩টি যানবাহন ডাম্পিং-এ প্রেরণ এবং ১৭ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে। (খ) ঢাকার প্রবেশ ও বাহির মুখের মহাসড়কে রুটপারমিট অনুযায়ী নির্দিষ্ট রুটে চলাচল না করা যানবাহনের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। রুটপারমিটবিহীন গাড়ির বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। (গ) মহাসড়কে থ্রি-হুইলার, ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, ভটভটি ইত্যাদি অবৈধ যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণে গঠিত কমিটির সুপারিশমালার প্রায়োগিক দিকগুলো যাচাই-বাছাইয়ের জন্য সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের ২৮তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গঠিত ৮ সদস্যের কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদন ৩০/০৫/২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) জানান, প্রতিবেদনটি পাওয়া গিয়েছে যা পর্যালোচনা করা হচ্ছে। শীঘ্রই নথিতে উপস্থাপন করা হবে। এ প্রসংগে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) অবহিত করেন, বিষয়টি নতুন নয়। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালককে আহবায়ক করে গঠিত কমিটির সুপারিশ ছিল। উক্ত সুপারিশ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে ব্যাটারিচালিত ছোট যান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে কমিটি গঠন ও সুপারিশ আছে। সেগুলো পর্যালোচনা করলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হবে এবং নীতিমালা প্রণয়নেও সহায়ক হবে।	(ক) (১) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতি মাসের ০৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) (২) ঢাকার প্রবেশ ও বাহির মুখের মহাসড়কে রুটপারমিট অনুযায়ী নির্দিষ্ট রুটে চলাচল না করা যানবাহনের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) (১) বিআরটিএ হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন ভাল করে যাচাই করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (গ) (২) মহাসড়কে থ্রি-হুইলার, ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, ভটভটি ইত্যাদি অবৈধ যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এ সংক্রান্ত নির্দেশনা ও বিভিন্ন সময়ে গঠিত কমিটির সুপারিশ বিবেচনায় আনতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
১০	**বিআরটিসি পরিচালিত বাস ও গণপরিহণে সেবাদান মনিটরিং:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান- (ক) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিআরটিএ'র ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক বিআরটিসি বাসের সেবাদান কার্যক্রম তদারকি এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। গত মাসে ২৫টি ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে ১১টি বাসকে ১৫,৫২৫ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। যেসকল কারণে জরিমানা করা হয়েছে সে বিষয়গুলো উল্লেখপূর্বক প্রতিবেদন বিআরটিএ হতে চেয়ারম্যান, বিআরটিসি বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার ফলে বিআরটিসি'র বাসের সেবাদান কার্যক্রম পূর্বের তুলনায় কিছুটা উন্নতি হয়েছে। সকলের মধ্যে সচেতনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিআরটিসিতে প্রেরিত প্রতিবেদনের একটি কপি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণের জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে অনুরোধ জানান। (খ) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, জানান, বিআরটিএ'র প্রাপ্ত প্রতিবেদনের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ম্যানেজার (অপাঃ)/ইউনিট প্রধানকে পত্র প্রদান করা হয়েছে। যে সকল গাড়ীর বিরুদ্ধে মামলা হচ্ছে সে সকল গাড়ির ড্রাইভারদের মোটিভেশন করা হচ্ছে। ম্যানেজারদের কাছে ব্যখা চাওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে পূর্বের চেয়ে মামলার সংখ্যা কমে আসছে। এ সকল কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) (১) বিআরটিএ'র ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক বিআরটিসি বাসের সেবাদান কার্যক্রম তদারকি এবং বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি বিআরটিসিতে প্রেরণ করতে হবে। (ক) (২) প্রতিবেদনের ১টি কপি মন্ত্রাণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করতে হবে। (খ) (১) বিআরটিএ হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের আলোকে বিআরটিসি কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান (বিআরটিএ/ বিআরটিসি)/

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	(গ) সহকারী সচিব (বিআরটিসি) জানান, বিআরটিসি পরিচালিত বাস ও গণপরিবহণে সেবাদান মনিটরিংয়ের বিষয়ে বিআরটিএ, বিআরটিসি এবং এ বিভাগের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত ভিজিলেন্স টিম কর্তৃক পূর্বের নির্ধারিত রুটে চলাচলরত বিআরটিসি'র বাস সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করে। প্রতিবেদনে উল্লিখিত পর্যবেক্ষণ এবং সুপারিশের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য বিআরটিসি'কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তদানুযায়ী বিআরটিসি হতে কার্যকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া বিআরটিসি'র মনিটরিং টিম কর্তৃক প্রতিনিয়ত রুটের বাসসমূহ মনিটরিং করা হচ্ছে মর্মে চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানিয়েছেন। ভিজিলেন্স টিম কর্তৃক পরিদর্শন কালে বাসে যে সম্যসাগুলো পরিলক্ষিত হয় এবং সে অনুযায়ী প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে কতটুকু উন্নতি হয়েছে তা পরবর্তী পরিদর্শনের সময় লক্ষ্য করার জন্য সভাপতি ভিজিলেন্স টিমের সদস্য ও বিআরটিসি শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(খ) ভিজিলেন্স টিমের সদস্যগণ পরিদর্শনকালে একই সমস্যার পুনরাবৃত্তি হয় কিনা তা লক্ষ্য করতে হবে।	চেয়ারম্যা বিআরটিসি/যুগ্মস (প্রশাসন)/সহকা সচিব (বিআরটিসি)
১১	**<u>সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং ফেরি ও গাড়ী ব্যবস্থাপনা:</u>** (ক) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) জানান- ইতোমধ্যে সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন ৬৫টি সড়ক বিভাগের মধ্যে ৫৫টি সড়ক বিভাগের অকেজো যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি, ফেরি, পন্টুন, গ্যাংওয়ে এবং স্ক্র্যাপ মালামালের সার্ভে রিপোর্টের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করে ডেলিভারীর মাধ্যমে নিলামে বিক্রয়ের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ১০টি সড়ক বিভাগের সার্ভে রিপোর্ট প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। (খ) প্রধান প্রকৌশলী জানান, ইতোমধ্যে অধিকাংশ সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট সড়ক বিভাগের শেড নির্মাণ দ্রুত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।	(ক) ১০টি সড়ক বিভাগের সার্ভে রিপোর্ট দ্রুত সম্পন্ন করে নিলামে বিক্রয়ের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। (খ) দ্রুত সময়ের মধ্যে শেড নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
১২.	**সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :** (ক) **বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA):** (১) অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) জানান, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০২০-২১ এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। নিয়মিত মাসিক সভা আয়োজন করে এপিএ টিমের মাধ্যমে এ সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ অব্যাহত আছে। বর্তমান অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন কি পর্যায়ে রয়েছে সেগুলো ভাল করে খতিয়ে দেখে পিছিয়ে থাকা বিষয়গুলোতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে আগামী ৩০ জুন ২০২১ সময়ের মধ্যে তা সম্পন্নের জন্য সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া, দ্রুত পর্যালোচনা সভা আহবানের জন্যও সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন। (২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) নতুন কাঠামো অনুযায়ী প্রস্তুতপূর্বক এপিএএমএস সফটওয়্যারে দাখিল করা হয়েছে। আগামী ২৭/০৬/২০২১ তারিখে এ বিভাগের সাথে দপ্তর/সংস্থার এপিএ স্বাক্ষর হবে। দপ্তর/সংস্থার চুক্তির বিষয়গুলো শাখা হতে ভাল করে যাচাই-বাছাই করে দেখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গাইডলাইন অনুসরণ করার জন্যও সভাপতি এপিএ'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পরামর্শ প্রদান করেন।	(১) ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন কি পর্যায়ে রয়েছে সেগুলো ভাল করে খতিয়ে দেখতে হবে এবং ৩০ জুন ২০২১ সময়ের মধ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গাইড লাইন অনুসরণ করে দপ্তর/সংস্থার চুক্তির বিষয়গুলো সংশ্লিষ্ট শাখা হতে ভাল করে যাচাই-বছাই করে দেখতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
	(খ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ২০২০-২০২১: NIS ডেস্ক কর্মকর্তা ও উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ) জানান, (১) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ২০২০-২১ এর ৪র্থ প্রান্তিকের (এপ্রিল-জুন/২০২১) শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনাভূক্ত সকল কার্যক্রমের বাস্তবায়ন শেষ পর্যায়ে। তবে বিশেষ করে সওজ অধিদপ্তরের গণশুনানী অনুষ্ঠান ও এ বিভাগের শাখা হতে পুরাতন নথি বিনষ্ট করণসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি সকল কর্মকর্তাদের বিশেষ নজর দেয়ার অনুরোধ করেন। বর্তমান অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন কি পর্যায়ে রয়েছে সেগুলো ভাল করে খতিয়ে দেখে পিছিয়ে থাকা বিষয়গুলোতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে আগামী ৩০ জুন ২০২১ সময়ের মধ্যে তা বাস্তবায়নের জন্য সভাপতি NIS কর্মকর্তাকে পরামর্শ প্রদান করেন। (২) ২০২১-২২ অর্থ-বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা এবং নির্দেশিকা অনুযায়ী এ বিভাগের NIS কর্ম-পরিকল্পনা ২০ মে ২০২১ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গত ২৭/০৫/২০২১ তারিখে এ বিভাগের খসড়া জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার উপর ফিডব্যাক প্রদান করে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ফিডব্যাক সভার নির্দেশনা অনুসরণে এ বিভাগের শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনাক্রমে শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা ২০২১-২২ এর প্রণয়ন করে নৈতিকতা কমিটির অনুমোদনক্রমে নির্ধারিত ০৭/০৬/২০২১ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ ও এ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।	(১) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২০-২১ এর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন কি পর্যায়ে রয়েছে সেগুলো ভাল করে খতিয়ে দেখতে হবে এবং ৩০ জুন ২০২১ সময়ের মধ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (২) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২১-২২ এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বছরের শুরুতেই কার্যক্রম শুরু করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ সংশ্লিষ্ট উইং প্রধান/শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা/শুদ্ধাচার ডেক্স কর্মকর্তা

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(গ) Grievance Redress System (GRS) : ফোকাল পয়েন্ট GRS জানান, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত আছে। মে'২১ মাসে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি।	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
	(ঘ) Public Service Innovation: (১) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি বাসের অবস্থান ও সেবা অবহিতকরণ অ্যাপসটি চূড়ান্ত করা হয়েছে। নারায়গঞ্জ রুটে বর্তমানে এটি চালু করা হয়েছে। অ্যাপসটি সভাপতির উপস্থিতিতে উপস্থাপনার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) বিআরটিসি বাসের অবস্থান ও সেবা অবহিতকরণ অ্যাপসটি চূড়ান্ত করে সভাপতির উপস্থিতিতে উপস্থাপনার আয়োজন করতে হবে।	
	(২) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, নতুন ড্রাইভিং লাইসেন্স সিস্টেম এর কার্যক্রম পুরোপুরি চালু করার বিষয়টি চলমান রয়েছে। এছাড়াও, পুরানো ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান টাইগার আইটি বাংলাদেশ লি: কর্তৃক পরিচালিত সিস্টেম থেকে ডাটা মাইগ্রেশন/শেয়ারিং সম্পন্ন করার কার্যক্রম এখনও শেষ না হওয়ায় বিবেচ্য কার্যক্রম এখনই শুরু করা যাচ্ছে না। পুরানো ভেন্ডরের মেয়াদ ২২/০৬/২০২১ তারিখে শেষ হবে এবং তাদের কাছ থেকে ডাটা মাইগ্রেশন/শেয়ারিং সম্পন্ন হলেই যেকোন সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন করার কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হবে।	(২) বিআরটিএ কর্তৃক যেকোন সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন করার কার্যক্রম দ্রুত সময়ের মধ্যে শুরু করতে হবে।	
	(৩) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করার বিষয়ে প্রচারণার কাজ অব্যাহত আছে।	(৩) ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করার বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচার অব্যাহত রাখতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	(৪) উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, মনিটরিং টিমের অনলাইন রিপোর্টিং এ্যাপসে বিভাগ অনুযায়ী সকল প্রকল্প ও রাজস্ব কাজের অন্যান্য তথ্য অন্তর্ভুক্তির কার্যক্রম সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে অনুরোধ করা হয়েছে। প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, এ বিষয়ে সকল সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এ্যাপসটিতে প্রয়োজনীয় তথ্য অন্তর্ভুক্ত ও ব্যবহার বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে এ সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	(৪) মনিটরিং টিমের অনলাইন রিপোটিং এ্যাপসে প্রয়োজনীয় তথ্য অন্তর্ভুক্ত ও ব্যবহার বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে এ সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করতে হবে।	
	(৫) উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, ২০২০-২১ অর্থবছরের উদ্ভাবনী আইডিয়াসমূহের মধ্যে এ বিভাগের ৪টি আইডিয়া বাস্তবায়ন হয়েছে। তবে দপ্তর/সংস্থার গৃহীত সকল আইডিয়া বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। অদ্য এ বিষয়ে অনুষ্ঠেয় সভায় আইডিয়াসমূহের সর্বশেষ বাস্তবায়ন অবস্থা উপস্থাপন করা হবে।	(৫) ২০২০-২১ অর্থবছরের দপ্তর/সংস্থার উদ্ভাবনী আইডিয়াসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	
	(ঙ) ই-ফাইল বাস্তবায়ন কার্যক্রম: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, ই-নথি রিপোর্ট জেনারেট না হওয়ায় কোনো তথ্য প্রদান করা সম্ভব হচ্ছেনা। এ বিষয়ে এটুআই-এর সাথে যোগাযোগ করে জানা যায় যে, ই-নথির উন্নত ভার্ষন ডি-নথি সিস্টেম উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান আছে। আগামী আগস্ট'২১ মাস হতে পর্যায়ক্রমে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থাসমূহে ডি-নথি সিস্টেম বাস্তবায়ন করা হবে। ডি-নথি সিস্টেম চালুর বিষয়ে a2i এর সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য সভায় গরুত্বারোপ করা হয়।	ডি-নথি সিস্টেম চালু ও বাস্তবায়ন বিষয়ে a2i এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/ দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
১৩.	**বিবধ:** **ক. ডিও পত্রের ওপর কার্যক্রম গ্রহণ:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কিত মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যবৃন্দসহ অন্যান্যদের নিকট হতে প্রাপ্ত ডি.ও পত্রের আলোকে কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	ডি.ও পত্রের ওপর কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
	খ. ডিটিসিএ অধিক্ষেত্রে এলাকায় বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান: অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) জানান, ডিটিসিএ অধিক্ষেত্রে বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান বিষয়ে এ বিভাগের সচিব মহোদয় কর্তৃক ০৫/০৪/২০২১ তারিখে সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বরাবর ডি.ও পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু উক্ত মন্ত্রণালয় হতে কোনো অগ্রগতি জানানো হয়নি। তবে এ বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, বিষয়টি নিয়ে রাজউক এর সাথে একাধিক বার যোগাযোগ হয়েছে। তারা ডিটিসিএ'র প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করেছে। রাজউক থেকে একটি মতামত/সুপারিশ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। এ বিষয়ে সর্বশেষ অবস্থা জানা এবং অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) এর পক্ষ হতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	ডিটিসিএ অধিক্ষেত্রে বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান বিষয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)

	গ. সড়ক/মহাসড়কের Index তৈরি: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সড়ক/মহাসড়কের পরিচিতি, ইতিহাস, নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ, সংস্কার, মেরামত, সর্বশেষ কার্য সম্পাদনের সময় ইত্যাদি তথ্য সংবলিত রোড ইনডেক্স প্রস্তুত করা হয়েছে, যা সওজ ওয়েব সাইটে সন্নিবেশিত আছে। প্রতিনিয়ত আপডেট করা হচ্ছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া হওয়ায় সমন্বয় সভার এজেন্ডা হতে বাদ দেয়ার জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজ এর পক্ষ হতে প্রস্তাব করা হয়।	রোড ইনডেক্স এজেন্ডাটি আগামী সভার এজেন্ডা হতে বাদ দিতে হবে।	উপসচিব (সম
	ঘ. মহাসড়কে টোল আদায় পদ্ধতি চালুকরণ: (১) উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে অন্তর্বর্তীকালীন টোল হার আরোপের বিষয়ে সম্মতির জন্য অর্থ বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয় এবং গত ০৪ এপ্রিল ২০২১ তারিখে অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া গেছে। সভাপতি জানান, টোল হারের বিষয়ে মতামত পাওয়া গেলেও টোল আদায় শুরুর ক্ষেত্রে আরো অনেক কার্যক্রম বাকি রয়েছে। বিষয়গুলো সম্পন্ন হওয়ার পর টোল আদায় চালু করা সম্ভব হবে। এ বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী জানান, ইতোমধ্যে বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে একটি প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তবে উক্ত এক্সপ্রেসওয়ে চালুর সাথে পদ্মা সেতুর সম্পর্ক রয়েছে তাই এখনই এক্সপ্রেসওয়েতে টোল আদায় শুরু করা যাচ্ছে না। (২) অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে টোল আদায় পদ্ধতি চালু করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক এ বিভাগকে অবহিতকরণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজ বরাবর গত ০২/০৩/২০২১ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। প্রধান প্রকৌশলী জানান, ৪-লেন মহাসড়কে টোল আদায়ের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা রয়েছে। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে একটি কমিটি করা হয়েছে কমিটি প্রতিবেদন দাখিল করেছে। শীঘ্রই এটি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। (৩) উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, টেকসই ও নিরাপদ মহাসড়ক গড়ে তোলার জন্য ৪টি জাতীয় মহাসড়কের পার্শ্বে 'পণ্যবাহী গাড়ী চালকদের পার্কিং সুবিধা সংবলিত বিশ্রামাগার স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য বিশ্রামাগারের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে গত ১৪/০৩/২০২১ তারিখ ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। গঠিত কমিটি কর্তৃক ১৬/০৩/২০২১ ও ২১/০৩/২০২১ তারিখে নির্মিতব্য বিশ্রামাগারের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে দু'টি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং খসড়া নীতিমালা প্রণয়নের অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কে গত ১২/০৪/২০২১ তারিখে আরো একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে। শীঘ্রই সচিব বরাবর উপস্থাপন করা হবে।	(১) ঢাকা - মাওয়া - ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে টোল আদায় চালুর লক্ষ্যে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন দ্রুত করতে হবে। (২) গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে টোল আদায় পদ্ধতি চালুর লক্ষ্যে গঠিত কমিটির মতামত সওজ অধিদপ্তর হতে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (৩) নির্মিতব্য বিশ্রামাগারের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন সচিব মহোদয় বরাবর দাখিল করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	ঙ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন সংক্রান্ত: দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ জানান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৭-২৬ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত গৃহীত কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে দপ্তর/সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের গৃহীত চলমান অন্যান্য সকল কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে গৃহীত অন্যান্য সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখতে হবে।	দপ্তর/সংস্থার প্রধান/ যুগ্মসচিব (প্রশাসন)/এ সংক্রান্ত মনিটরিং টীম (সকল)
	চ. ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনকল্পে করণীয়: চলমান উন্নয়ন প্রকল্প/কাজ দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনকল্পে নিবিড় পর্যবেক্ষণ, তদারকি, সংশ্লিষ্টদের সাথে সমন্বয় সাধন ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ১০টি সড়ক জোনে এ বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাকে আহবায়ক করে কমিটি গঠন করা হয়েছে। রংপুর জোনের আহবায়ক অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) জানান, ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক/নির্বাহী প্রকৌশলী, এডিসি (এলএ) এবং এডিসি (রাজস্ব) এর সাথে অনলাইনে নিয়মিত সভা করা হচ্ছে। গোপালগঞ্জ জোনের আহবায়ক অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) জানান তাঁর অধিভুক্ত ৫টি জেলায় ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত তেমন কোনো জটিলতা নেই। যেগুলো আছে তা অচিরেই সমাধান হয়ে যাবে। ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে কমিটির আহবায়কদের তদারকি কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে কমিটির আহবায়কদের তদারকি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/প্রকল্প পরিচালক (সকল)/ গঠিত মনিটরিং জোন প্রধান (সকল)/উপসচিব (জিএফডিপি)
	ছ. গতি নামের পরিবর্তে 'বিআরটিএ সেবা' নামে এ্যাপস প্রস্তুত সংক্রান্ত: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, 'বিআরটিএ সেবা' এ্যাপসের মাধ্যমে সেবা প্রদানের বিষয়ে গত ১০/০২/২০২১ তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে এবং ওয়েবসাইট ও ফেসবুকে প্রকাশ করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত আছে। এছাড়া, গাড়ির ফিটনেস নবায়নের পূর্বে appointment নেয়ার বিষয়ে গত ২৭/০১/২০২১ তারিখ পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। appointment নিয়ে আসা গ্রাহকদের সারিবদ্ধভাবে লাইনে দাঁড়ানো, নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হওয়া ইত্যাদি নির্দেশনামূলক ব্যানার বিআরটিএ'র বিভিন্ন অফিসে দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করা হয়েছে। বর্তমানে ফিটনেস নবায়নের ক্ষেত্রে জনসাধারণের ভোগান্তি অনেকাংশে লাঘব হয়েছে।	(১) 'বিআরটিএ সেবা' এ্যাপসের মাধ্যমে সেবা প্রদানের বিষয়টি বিভিন্নভাবে প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। (২) গাড়ির ফিটনেস নবায়নের পূর্বে appointment নেয়া এবং নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত থাকার বিষয়টি বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	জ. ভিডিও চিত্র নির্মাণ: জনসম্মুখে এ বিভাগের কার্যক্রমের সফলতা তুলে ধরার জন্যে এ বিভাগের তত্বাবধানে দপ্তর/সংস্থা সম্মিলিতভাবে ৩-৫ মিনিটের ০১টি ভিডিও চিত্র নির্মাণপূর্বক তা বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারের ব্যবস্থা করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। ভিডিও চিত্র নির্মাণের জন্য এ বিভাগে আইসিটি ইউনিট প্রধান সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট দপ্তর/সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং সার্বিক বিষয়টি এ বিভাগে অতিরিক্ত সচিব (আরবনা ট্রান্সপোর্ট) তদারকি করতে পারেন মর্মে সভায় আলোচনা হয়।	(১) এ বিভাগে কার্যক্রমের সফলতা তুলে ধরার জন্যে ৩-৫ মিনিটের ০১টি ভিডিও চিত্র নির্মাণের উদ্যোগ নিতে হবে। (২) ভিডিও চিত্র প্রস্তুতের ক্ষেত্রে সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট দপ্তর/সংস্থার সাথে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন এবং সার্বিক বিষয়টি অতিরিক্ত সচিব (আরবনা ট্রান্সপোর্ট) তদারকি করবেন।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (আরবনা ট্রান্সপোর্ট)/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	ঝ. এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত: শূন্যপদ পূরণে দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন) জানান, এ বিভাগের ২৩৯টি পদের মধ্যে ৭৪টি (১ম শ্রেণির ২৬টি, ২য় শ্রেণির ১৮টি, ৩য় শ্রেণির ১৬টি ও ৪র্থ শ্রেণির ১৪টি) শূন্যপদ রয়েছে। ২য় শ্রেণির ১৭টি পদের মধ্যে ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ৪টি পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য বিপিএসসিতে পত্র প্রেরণ করা হলে বিপিএসসি হতে অদ্যাবধি সুপারিশ পাওয়া যায়নি। ২টি পদ সংরক্ষিত। ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ৭টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের জন্য গত ১৭/০৬/২০২১ তারিখে পিএসসিতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। প্রশাসনিক কর্মকর্তার ৬টি পদ পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়ার পর পূরণ করা হবে। ৩য় শ্রেণির ১৬টি ও ৪র্থ শ্রেণির ১৪টি পদের মধ্যে ৩য় শ্রেণির ১টি পদ সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং ৩টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হবে। অবশিষ্ট ১২টি পদে সরাসরি নিয়োগের নিমিত্ত ১৬/০৪/২০২১ তারিখে লিখিত পরীক্ষার দিন ধার্য ছিল। কিন্তু কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। ৪র্থ শ্রেণির ১টি পদ সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং ১টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য। অবশিষ্ট ১২টি পদে সরাসরি নিয়োগের লক্ষ্য লিখিত পরীক্ষার ধার্য তারিখ কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে স্থগিত করা হয়েছে। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। **ডিটিসিএ:** নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ডিটিসিএ'র ২১২টি পদের মধ্যে ১২১টি পদ শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে- বিভিন্ন গ্রেডের ০৯টি প্রেষণযোগ্য পদে কর্মকর্তা পদায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ৭ম গ্রেড হতে ১৭তম গ্রেডভুক্ত ৩১টি বিভিন্ন পদে মোট ৪২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারি নিয়োগের লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ইতোমধ্যে ৭ম গ্রেডভুক্ত ১৩ জন এবং ৯ম গ্রেডভুক্ত ৭ জন মোট ২০ জন জনবল নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ১১-১৭ তম গ্রেডের পদের ১৪ জন জনবল নিয়োগ চূড়ান্ত পর্যায়ে। ১০ম গ্রেডভুক্ত ৩টি পদের প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার কার্যক্রম চলমান আছে। ০১/০২/২০২১ তারিখে প্রশাসনিক কর্মকর্তার ৪টি পদে পদোন্নতির আদেশ জারি করা হয়েছে। আউটসোর্সিং পদ্ধতির মাধ্যমে সৃজিত ২০টি অফিস সহায়ক পদের মধ্যে মামলায় অন্তর্ভুক্ত ৭টি অফিস সহায়ক পদ ব্যতীত অবশিষ্ট ১৩টি অফিস সহায়কের পদ নতুনভাবে সৃজনের সম্মতি গ্রহণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত চেকলিস্ট অনুযায়ী ফরম পূরণপূর্বক সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর গত ২২/০৩/২০২১ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, বর্তমানে আউট সোর্সিং পদ্ধতিতে জনবল নিয়োগ না দেয়ার জন্য অর্থমন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা রয়েছে। সরকারের সর্বশেষ নির্দেশনা অনুযায়ী জনবল নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। **বিআরটিসি:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, ৫৮৯৩টি পদের মধ্যে ২৫৩৭টি পদ শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে-হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা-৩টি, ডেপুটি ম্যানেজার (টেকঃ)-৬টি এবং অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ১৭টি পদে লোক নিয়োগের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় হতে ছাড়পত্র প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় এবং ৩টি পদে ৪২১৬টি আবেদন পাওয়া গিয়েছে। বর্তমানে নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে। পার্চেজ অফিসার ৪টি, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ১টি, সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ১টি, ফোরম্যান-০১টি, উপসহকারী প্রকৌশলী-০২টি পদে জনবল নিয়োগের বিষয়টি কর্পোরেশনের আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় পর্যায়ক্রমে বিবেচনা করা হবে। কারিগরি-এ, বি, সি (সাধারণ ও ট্রেড) ৮৬টি পদে লোক নিয়োগের নিমিত্ত ০৯/০১/২০২০ তারিখ পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচারের প্রেক্ষিতে প্রার্থীদের নিকট হতে ৭৯৭টি আবেদন পাওয়া গিয়েছে। আবেদন যাচাই-বাছাই কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ১০৪ জন চালক নিয়োগের লক্ষ্যে দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলে ২০২৪ টি আবেদনপত্র পাওয়া যায়। বর্তমানে নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	(১) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা এবং গত ০৬/০১/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে Timeline ভিত্তিক শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (২) Timeline ভিত্তিক শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (৩) এ বিভাগ ও সকল দপ্তর/সংস্থার পদোন্নতিযোগ্য পদগুলো দ্রুত পূরণের উদ্যোগ এবং বড় ধরণের কোনে জটিলতা না থাকলে সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদ পূরণের জন্য যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/চেয়ারম্যান (বিআরটিএ/ বিআরটিসি)/প্রধান প্রকৌশলী, সওজ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	বিআরটিএ: ৮২৩টি পদের মধ্যে ১১৮টি পদ শূন্য রয়েছে। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা এবং গত ০৬/০১/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে Timeline ভিত্তিক শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা হচ্ছে। বিআরটিএ'র বিভিন্ন ক্যাটাগরীর মোট ৩২টি শূন্য পদ পূরণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ০৫/০৩/২০২১ ও ০৬/০৩/২০২১ তারিখ শূন্য পদ পূরণের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ০৫/০৩/২০২১ অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ব্যবহারিক (প্রেযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। ০৬/০৩/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ব্যবহারিক (প্রেযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। **সওজ অধিদপ্তর:** সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৯৪৩১টি পদের মধ্যে ৪৬২৭টি শূন্য পদ রয়েছে ১ম শ্রেণির ২০৪টি পদের মধ্যে- সরাসরি নিয়োগযোগ্য সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল/যান্ত্রিক) এর (২৭+২১)=৪৮টি পদ বিসিএস এর মাধ্যমে পূরণের লক্ষ্যে প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। নন ক্যাডারভুক্ত (সহকারী বৃক্ষপালনবিদ, সহকারী প্রোগ্রামার, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সহকারী প্রোগ্রামার) ৪টি পদে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য শূন্য পদসমূহ পূরণের প্রস্তাব সহসাই প্রেরণ করা হবে। **২য় শ্রেণির ১৯৭টি পদের মধ্যে-** উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) এর (৫২+৩০)=৮২টি পদ পূরণের চাহিদাপত্র পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) এর ১১টি পদ পূরণের চাহিদাপত্র পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। বিভাগীয় পদোন্নতির মাধ্যমে ৫৫টি পদ পূরণযোগ্য (মামলা চলমান)। বিভাগীয় হিসাব রক্ষণ অফিসারের ১৪টি পদ মহা হিসাব রক্ষকের দপ্তর থেকে প্রেষণের মাধ্যমে পূরণ করা হয়ে থাকে। সিকিউরিটি অফিসারের ১টি ও সহকারী লাইব্রেরীয়ান এর ১টি পদ সরাসরি পূরণের নিমিত্ত নিয়োগের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট শূন্য পদে নিয়োগের প্রস্তাব শীঘ্রই প্রেরণ করা হবে। **৩য় শ্রেণির ২৫৩৭টি পদের মধ্যে-**সিনিয়র একাউন্টস ক্লার্ক এর ৬৩টি পদ প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার দপ্তর থেকে প্রেষণের মাধ্যমে পূরণ করা হয়ে থাকে। সিকিউরিটি সুপারভাইজার এর ১টি পদ পূরণের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। নিয়োগের কার্যক্রম চলমান। কার্যসহকারী এর ১৭৪টি, সার্ভেয়ার এর ২৭টি ও ইলেকট্রিশিয়ান এর ৩২টি পদ পূরণের লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। গবেষণা সহকারী এর ১টি পদ পূরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সরাসরি পন্থায় নিয়োগযোগ্য অন্যান্য শূন্য পদগুলো পূরণের নিমিত্ত ছাড়পত্র চেয়ে মন্ত্রণালয় বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে এবং পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য পদগুলো পূরণের নিমিত্ত যথাশীঘ্রই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া, ৩য় শ্রেণীর বিভিন্ন পদসমূহে ওয়ার্কচাজড় ও মাস্টাররোল কর্মচারী কর্মরত আছে। ৪র্থ শ্রেণির ১৩৫৭টি পদের মধ্যে-অফিস সহায়ক (এমএলএসএস) এর ৬৬টি ও সড়ক শ্রমিক এর ১০৬টি পদ সরাসরি পূরণের নিমিত্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। সিকিউরিটি গার্ড এর ৯৯টি পদ পূরণের কার্যক্রম চলমান আছে। চলমান নিয়োগ প্রক্রিয়া শীঘ্রই সম্পন্ন হবে। সরাসরি পন্থায় নিয়োগযোগ্য অন্যান্য শূন্য পদগুলো পূরণের নিমিত্ত ছাড়পত্র চেয়ে মন্ত্রণালয় বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে এবং পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য পদগুলো পূরণের নিমিত্ত যথাশীঘ্রই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ৪র্থ শ্রেণীর বিভিন্ন পদসমূহে ওয়ার্কচাজড় ও মাস্টাররোল কর্মচারী কর্মরত আছে। এ বিভাগসহ সকল দপ্তর/সংস্থার পদোন্নতিযোগ্য পদগুলো দ্রুত পূরণ এবং কোনো বড় ধরণের জটিলতা না থাকলে সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদগুলো পূরণের জন্য যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণেরে জন্য সভায় গরুত্বারোপ করা হয়।		
	ড. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের পর্যবেক্ষণ/নির্দেশনা এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী ৯টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। এর মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ১টি, সওজ অধিদপ্তরের ৪টি, বিআরটিএ'র ২টি, ডিটিসিএ'র ১টি নির্দেশনা রয়েছে। ইতোমধ্যে সওজ এর ২টি নির্দেশনা বাস্তবায়িত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** **নির্দেশনা ১:** ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা বা ব্যাটারি চালিত ছোট ছোট যানসমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য জরুরিভিত্তিতে বিআরটিএ এবং পরিবহন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে পর্যালোচনাক্রমে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং এক মাসের মধ্যে নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন করবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** এ বিষয়ে ক্রম ৯ (গ)-তে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে।	এ বিষয়ে ক্রম ৯ (গ)-তে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	সওজ অধিদপ্তর: **নির্দেশনা ২:** মহাসড়কে ফায়ার সার্ভিসে ব্যবহৃত অগ্নি নির্বাপণ যানবাহনের পাশাপাশি রোগী বহনকারি এ্যাম্বুলেন্স টোলের আওতামুক্ত রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** বাস্তবায়িত	বাস্তবায়িত	
	নির্দেশনা ৩: অতিরিক্ত ওজনবাহী যানবাহন চলাচলের প্রেক্ষিতে মহাসড়কের অকাল ক্ষয়-ক্ষতি রোধ করে এর স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনাধীন এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব সংবলিত প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন কাজ দ্রুত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** বাস্তবায়িত	বাস্তবায়িত	
	নির্দেশনা ৪: কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রশস্থতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ সড়কে লাইটিং এর ব্যবস্থা সংযোজনের নিমিত্ত প্রকল্প কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে পর্যটন বান্ধব করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধি করার বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত ডিপিপির ওপর গত ২০/০৬/২০২১ তারিখে পিইসি সভা হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করা হবে।	পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	নির্দেশনা ৫: দীর্ঘসূত্রিতা কাটিয়ে অবিলম্বে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী জানান, ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীত করার লক্ষ্যে এডিবি হতে অর্থসংস্থান হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরা ও অর্থ সংস্থানের বিষয়ে একটি সভা করা হয়েছে। শীঘ্রই সভার কার্যপত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	চট্টগ্রাম - কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ ও অর্থ সংস্থানের বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	
	নির্দেশনা ৬: দাউদকান্দি টোল প্লাজায় স্থাপিত এ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। এছাড়াও যে সকল ব্রিজে এ্যাপস্ ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান- (ক) এ্যাপস ভিত্তিক ETC এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। সভাপতি অবহিত করেন, ETC ব্যবহারের জন্য প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে এবং অন্যান্য দেশের ন্যায় ETC ব্যবহারে আগ্রহ বাড়ানোর জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদানের বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। (খ) যে সকল সেতু ও সড়কে ETC চালু করা সম্ভব সেগুলোতে এ ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে পত্র দেয়া হয়েছে। নির্বাহী প্রকৌশলী, নরসিংদী সড়ক বিভাগের সাথে ফোনালাপে জানা যায় যে, চরসিন্দুর সেতুতে ETC চালুর লক্ষ্যে টোল প্লাজায় সরঞ্জাম Setup করা হয়েছে। অবিলম্বে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম চালু করা হবে।	(ক) এ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) যে সকল টোল সেতুতে এ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন স্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ETC চালুর উদ্যোগ নিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ উপসচিব (টোল)
	বিআরটিএ: **নির্দেশনা ৭:** রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ব্যবহৃত মোটরযানে ৯৯৯ ফোন নম্বর ব্যবহারের বিষয়টি শর্তযুক্ত করে ০১/০৭/২০১৯ হতে বিআরটিএ কর্তৃক রাইড শেয়ারিং কোম্পানিসমূহকে লাইসেন্স প্রদান করতে হবে এবং রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ভ্রমণের দূরত্ব অনুযায়ী সর্বোচ্চ ভাড়া নির্ধারণ করে দিতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, (ক) বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালের (বিএসপি) মাধ্যমে সম্পূর্ণ অনলাইন (Online) পদ্ধতিতে ১২টি প্রতিষ্ঠানকে রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরটিএ হতে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১১টি প্রতিষ্ঠান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়েছে। নীতিমালা অনুসরণ করে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোট ২৪,২৭১ (চব্বিশ হাজার দুইশত একাত্তর)টি রাইডশেয়ারিং মোটরযানকে এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। (খ) রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটর করা হচ্ছে। রাইডশেয়ারিং সার্ভিসে রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট ব্যতীত মোটরযান পরিচালনা ও চুক্তিভিত্তিক অফলাইন ট্রিপ ব্যবহারকারী মোটরযান চালকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশ মহাপরিদর্শক বরাবর গত ২০ মে ২০২১ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে	(ক) নীতিমালা অনুসরণ করে রাইড শেয়ারিং সার্ভিস পরিচালনা এবং এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান করতে হবে। (খ) রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটর করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(গ) ৯৯৯ নম্বর ব্যবহারের জটিলতা নিরসনে বাংলাদেশ পুলিশ ও রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	(গ) ৯৯৯ নম্বর ব্যবহারের বিষয়ে রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান পুলিশ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	
	নির্দেশনা ৮: পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে প্রণীত সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ কার্যকর করার নিমিত্ত এ আইনের অধীন দ্রুত বিধি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে ক্রম ৬(ক)-তে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাই পুনরায় আলোচনার প্রয়োজন নেই।	ক্রম ৬ (ক)-তে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (আইন)
	ডিটিসিএ **নির্দেশনা ৯:** ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসন ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিটির কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার নিমিত্ত কমিটিতে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-কে ডিটিসিএ'র বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** সহকারী সচিব (ডিটিসিএ) জানান, সংশোধনকৃত খসড়া ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ ডিটিসিএ হতে পাওয়া গিয়েছে। সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ৩০/০৫/২০২১ তারিখে সভা আহবান করা হয় কিন্তু অনিবার্য কারণে সভাটি স্থগিত করা হয়। পুনরায় সভার তারিখ নির্ধারণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	সংশোধনকৃত খসড়া ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে সভা আহবান করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ)/অতিরিক্ত সচিব (আরবনা ট্রান্সপোর্ট)

০৩। সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আন্তরিক হতে অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

স্বাক্ষরিত
২৯/০৬/২০২১
(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব